থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE
An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013

Title: Thespian Parichiti

Author(s): *Thespian Magazine*

Yr. 1, Issue 1, 2013

Bengali New Year Edition
April-May

thespian.articles@gmail.com | www.thespianmagazine.com

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

থেস্পিয়ান পরিচিতি

থেস্পিয়ান একটি ষান্মাসিক নাট্য প্রকাশনা। বাংলা মাসের দিনপঞ্জী মেনেই এর শুরু আর বাংলা ভাষাতেই তার বিকাশ কিন্তু তার পরেও এর অস্তিত্বের পুরো অংশ বাংলার পাশাপাশি সার্বজনীন ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ইংরেজী ভাষায় এর আক্ষরিক অনুবাদের সাথে ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাবলীরও আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ আমাদের অনেক সমৃদ্ধ করবে বলেই বিশ্বাস। কারণ আমাদের পথচলার শুরু থেকেই আমরা যে ভাবনায় ব্রতী ছিলাম তা হলো বাংলা নাট্যসাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডার বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সেই সাথে বিশ্ব নাট্য পরিসরের নাট্যমোদী সকল মানুষদের সাথে বাংলা নাট্য শিল্পের পরিচয় ঘটানো। শুরুর আগেই শেষের কথা বলা সমীচীন নয় তবে যতদিন থেস্পিয়ান-এর পথ চলবে ততদিন এই আদর্শ মেনেই চলবে। প্রকাশনাটির ‘নববর্ষ সংখ্যা’ থেকে শুরু করে বাংলা সনের প্রতি ছয় মাস অন্তর যে সংখ্যার সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটবে তা হলো ‘শরৎ সংখ্যা’।

প্রকাশনাটিতে ‘প্রবন্ধ’, ‘সাক্ষাৎকার’ এবং ‘থেস্পিয়ান চিত্রশালা’ অংশ ছাড়াও এই প্রকাশনা পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ দু’জন শুভাকাঙ্খীর সৃষ্টিশীলতায় সংযুক্ত হয়েছে আরও দুটি অংশ – প্রথমটি হলো ‘এক্সপোজার’ যার আভিধানিক বাংলা অর্থ হলো কোনো অনাবৃত অংশের অবমুক্তকরণ আর দ্বিতীয়টি হলো ‘গল্প সংকলন’।

‘প্রবন্ধ’ অংশে থাকবে বিভিন্ন ভাষাভাষীর নাট্যতাত্ত্বিকদের গবেষণালব্ধ লেখনী। আর সর্বজনবিদিত এবং দেশ, কাল ও পাত্রের উর্ধ্বে যাদের স্থান সেই বিশ্বজনীন নাট্যজনদের সাথে কথোপকথনে সৃষ্ট ‘সাক্ষাৎকার’ পর্ব এবং সারা ভারত বর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন নাট্যদলের প্রযোজনার চিত্র প্রদর্শনী থাকবে ‘থেস্পিয়ান চিত্রশালা’ অংশে। বলা যায় এই পর্বটিই আমাদের ম্যাগাজিন প্রকাশের প্রথম প্রেরণা। একবার কথায় কথায় আলোচনা হচ্ছিল দুই বাংলার নাট্যশিল্পের আদান-প্রদান সংক্রান্ত নানা প্রসঙ্গ। সেখানে

একটি বিষয় খুব প্রকট হয়ে দেখা দিল যে, দুই বাংলার আয়োজিত বিভিন্ন নাট্যসংগঠনের নাট্য উৎসবে মূলত: ৫ থেকে ১০টি নাট্যদলের আনাগোনা দেখা যায়। এই দৃশ্যটি পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য নাট্যউৎসবের ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য। এমতাবস্থায় দর্শককূল বঞ্চিত হয় দুই বাংলার তথা ভারতবর্ষের অনেক ছোটো ছোটো নাট্য সংগঠনের অসাধারণ নাট্যশৈলীর প্রদর্শন থেকে। কিন্তু বাংলার এই দুই প্রান্ত ছাড়াও ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে থিয়েটার চর্চায় নিমগ্ন অনেক নাট্যসংগঠক বন্ধু ও নির্দেশকদের সাথে বিভিন্ন সময়ের আলোচনায় দেখা যায়, এই ছোটো ছোটো নাট্যসংগঠনগুলো তাদের প্রযোজনার গুণগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই খুব কম খরচে বা বলা যায় নামমাত্র খরচায় নাট্যপ্রদর্শনী করে এবং করতেও প্রস্তুত। কারণ, শিল্পী মাত্রই তাঁর শিল্পকর্ম দর্শককূলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আপ্রান চেষ্টা করবে – যেটা কোনোভাবেই অমূলক নয় বরং স্বাভাবিক সত্য। অথচ যোগাযোগের অভাবে অথবা বলা যায় কিছু কিছু ব্যক্তিস্বার্থজনিত হীনমন্যতার কারণে এই সংগঠনগুলোর ইচ্ছা, ধৈর্য সবটাই তলানিতে এসে ঠেকেছে। আর সেইসব নাট্যসংগঠন যারা থেস্‌পিয়ানের ক্ষেত্রটিকে তাদের নাট্যসংগঠনের সাথে অন্য নাট্যসংগঠনের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে একান্ত নিজের ভেবে ব্যবহার করতে চান থেস্‌পিয়ান তাদের স্বাগত জানায়। প্রতি সংখ্যার শুরু থেকে পরবর্তী সংখ্যার পূর্ব পর্যন্ত নির্ধারিত দল ও তাদের নির্দিষ্ট একটি প্রযোজনার যাবতীয় বৃত্তান্ত বিভিন্নভাবে থেস্‌পিয়ান প্রকাশ করবে। বাংলা ছাড়াও ভারতবর্ষের তথা সমগ্র বিশ্বের সকল নাট্যসংগঠনের মধ্যকার আদান-প্রদানের এই পরিসর যত বড় হবে থেস্‌পিয়ানের শ্রমও সার্থক হবে।

'এক্সপোজার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বলতে গেলে বলতে হয় কোনো সুপ্ত জিনিসের অবমুক্তকরণ। এই পর্বে মূলত: চেষ্টা করা হবে প্রায় হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন লোকনাট্য, লুপ্তপ্রায় নাট্য সম্প্রদায়, প্রাচীন স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার অথবা বলা যায় যে হারিয়ে যেতে বসা বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির নানান বিষয়কে পুনরায় সারা বিশ্বের কাছে একবার তুলে ধরা তো বটেই সেই সাথে নতুন প্রজন্মের সাথেও এর পরিচয় ঘটানো। সম্পর্ক স্থাপন করা পুরাতনের সাথে নতুনের। হারিয়ে যেতে বসা আমাদের এই প্রাচীন ঐতিহ্যসমূহের পুনরুদ্ধারে শিল্প-সাহিত্য অনুরাগী সকল মানুষের

থেস্‌পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

সহযোগীতা আমাদের একান্তভাবে কাম্য – একা থেস্‌পিয়ান-এর পক্ষে যা অসম্ভব। আর তাই, আপনার আশেপাশে এমন কিছু দুর্লভ বিষয় যা আপনাকে নতুন করে ভাবাতে চায় বা কোনো বস্তু যদি অবহেলায় পড়ে থাকে, তবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানালে আমরা সমৃদ্ধ হব।

এরপর 'গল্প সংকলন' নিয়ে একটু বলা প্রয়োজন। এই পর্বটি খুবই গুরুত্বসহকারে বিবেচিত। কথিত আছে, প্রাচ্য দেশে বাংলা ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো – এ ভাষায় রচিত সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। তবে অন্য ভাষার প্রতি কখনই বৈমাত্রেয় দৃষ্টি নিক্ষেপ এই কথার উদ্দেশ্য নয় বরঞ্চ বলা যায়, আত্মপক্ষ সমর্থন দ্বারা বাংলা ভাষার গভীরতা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা মাত্র। যাহোক্‌, বাংলার সুবিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের বিশালত্ব এতটাই বিরাটাকায় যে, তার অনুবাদ প্রতি মাসে এক শত ম্যাগাজিনের পাতা জুড়ে ছাপালেও দশ বছরে তার অর্ধেক প্রকাশ করা যাবে কিনা যথেষ্ঠ সন্দেহ আছে, সেক্ষেত্রে 'থেস্‌পিয়ান' তো একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। আর তাই এ পর্যায়ে, 'গল্প সংকলন' পর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গল্পকারদের গল্প, নাট্য, কবিতা অংশের ইংরেজী অনুবাদ বিশেষ গুরুত্ব পাবে যা দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী সকল মানুষের সাথে বাংলা সাহিত্যের সরাসরি পরিচয় ঘটবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রকাশনাটির ভ্রূণমুকুল থেকেই নাট্যমোদী সকল মানুষের অকৃপণ সহযোগীতা ছিল বলেই তার এতখানি বৃদ্ধি ঘটেছে যাতে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। আর তাই আমাদের যাত্রাপথে বিশ্ব নাট্যের সকল পাঠককুলের সহযোগীতা একান্তভাবে কাম্য।